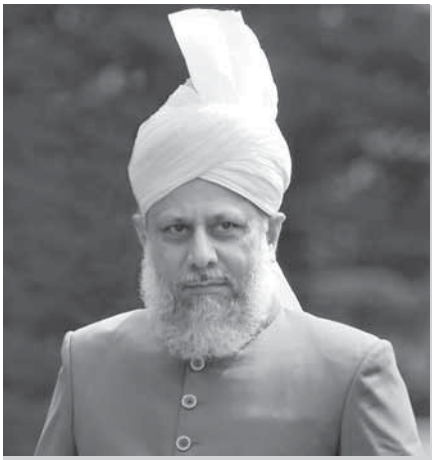

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين *
إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْر
الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্ন বর্ণিত আয়াত সমূহ পাঠ করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٤﴾

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٥﴾

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٦﴾

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٧﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

(সূরা বাকারা ঃ ১৫৪-১৫৮)

এ আয়াত সমূহের অনুবাদ হচ্ছে, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা (তা) উপলব্ধি করতে পারছ না। আর আমরা কিছুটা ভয়ভীতি ও ক্ষুধা এবং কিছুটা ধনসম্পদ, প্রাণ ও ফলফলাদীর ক্ষতির মাধ্যমে অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, যারা তাদের উপর বিপদ এলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবো। এদের জন্যই রয়েছে এদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনেক আশীষ ও কৃপা। আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

কয়েকদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়াতে আহমদীয়া বিরোধীরা নির্মম ও নৃশংশভাবে যে তিনজন আহমদীকে শহীদ করেছে সেজন্য সব আহমদীর হৃদয়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত। কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত এবং সকল আহমদী সর্বদা একজন কর্তব্যপরপায়ণ বিশ্বাসীর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে নিজ প্রান, সম্পদ এবং সর্ব প্রকার ক্ষয়-ক্ষতিতে ধৈর্যধারণ করে এবং বলে, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসীদের এ চিহ্নই বর্ননা করেছেন।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি এটি আহমদীগণ ছাড়া আর কে অধিক বুঝতে পারবে? শত্রুরা বার বার আমাদের সাথে এ আচরণ করে আর

কয়েকদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়াতে আহমদীয়া বিরোধীরা নির্মম ও নৃশংশভাবে যে তিনজন আহমদীকে শহীদ করেছে সেজন্য সব আহমদীর হৃদয়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত।

কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত এবং সকল আহমদী সর্বদা একজন কর্তব্যপরপায়ণ বিশ্বাসীর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে নিজ প্রান, সম্পদ এবং সর্ব প্রকার ক্ষয়-ক্ষতিতে ধৈর্যধারণ করে এবং বলে, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।

আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসীদের এ চিহ্নই বর্ননা করেছেন।

আমরা বার বার এ আয়াত আমাদের সামনে রেখে পুণরাবৃত্তি করতে থাকি। প্রাণ ও সম্পদের কুরবানী তা ইন্দোনেশিয়ার আহমদীরাই দিক বা পাকিস্তানের আহমদীরা বা অন্য কোন দেশের আহমদীরা, মু'মিন সুলভ আচরণ করার যে অনুপ্রেরণা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক একজন অহমদীর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন তা সব স্থানের আহমদীদের মাঝে সমান ভাবে বিদ্যমান। খোদা তাআলার খাতিরে আমাদের যে ক্ষতি করা হচ্ছে এবং আমাদের যে কুরবানী দিতে হচ্ছে, এক্ষেত্রে তিনি (আ.) এ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার আদেশ দিয়েছেন এবং এর বাস্তব নমুনা আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবাদের (রা.) মাঝে এ অনুপ্রেরনা সৃষ্টি করেছিলেন যারা এর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। বরং সত্যের শত্রুরা প্রত্যেক নবীর মান্যকারীদের যখন জীবন অতিষ্ট করেছিল, সব যুগের ফিরাউনরা যখন ঈমান আনয়নকারীদেরকে 'হয় বিশ্বাস ত্যাগ কর নতুবা প্রান দিতে হবে' এ দুটির মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার শর্ত রাখে তখন ঈমান আনয়নকারীরা তাদের ঈমানের দৃঢ়তারই পরিচয় দিয়ে থাকেন।

যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর সময় যাদুকরদের কাছে যখন এটি পরিস্কার হয়ে গেল যে আমাদের যাদুর বিপরীতে হযরত মূসা (আ.) যা উপস্থাপন করেছেন তা পার্থিব যাদু নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য, এটি এমন এক নিদর্শন যার সাথে পার্থিক কৌশল সমূহের তুলনা চলে না। যখন তাদের কাছে এ সত্য পরিস্কার হল যে হযরত মূসা (আ.) যে বাণী শোনাচ্ছেন তা ঐশী বাণী, তখন সাথে সাথে তারা তার প্রতি ঈমান আনে। এতে ফেরাউনের অহংকারে খুব আঘাত লাগে। সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, তোমাদের এ আচরনের জন্য আমি তোমাদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব যা সবাই সর্বদা স্মরণ রাখবে।

তখন ঈমান আনয়নকারীরা ফিরাউনকে এ জবাব দিয়েছিল, আমরা তোমাকে খোদা তাআলার নিদর্শনের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, খোদা তাআলার প্রতি ঈমান আনার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না। তারা বলেছিল,'ফাকযে মা আনতা কাযিন, ইন্নামা তাকযে হাযিহিল হায়াতিদ্ দুনিয়া' অর্থাৎ আমাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করার জন্য তুমি যত পার বল প্রয়োগ কর, তুমিতো শুধু আমাদের এ পার্থিব জীবনকেই শেষ করতে পার। কিন্তু ঈমান আনার পর আল্লাহ্ তাআলার জন্য উৎসর্গীত হয়ে আমরা যা লাভ করব তা অনেক উত্তম, যা তোমার বাদশাহী কল্পনাও করতে পারবে না।

অতএব মূসা (আ.)-এর মান্যকারীরা যদি এমন ঈমান প্রদর্শন করতে পারে, আমরা যারা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং খা'তামুল আম্বিয়ার মান্যকারী যার উপর পরিপূর্ণ শরিয়ত অবতীর্ন হয়েছে, যার উপর আমল করে আমরা ঈমানের চূড়ান্ত মার্গে পৌছাতে পারি, আবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী মসীহ ও মাহদীরও মান্যকারী যিনি সপ্তর্ষি মন্ডল থেকে ঈমান নামিয়ে এনে ক্রমাগত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আমাদের ঈমান দৃঢ় করেছেন, আমরা কি আজ ফিরাউন বা ফিরাউনের চেলাদের ভয়ে আমাদের ঈমান নষ্ট করব? যখন খোদা তাআলা আমাদের 'বাশ্বিরিস্ সাবিরীন' অর্থাৎ 'তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও' বলে সুখবর দিচ্ছেন এবং ধৈর্য প্রদর্শন ও প্রাণের কুরবানীর বিনিময়ে আমাদেরকে চির জীবনের সুসংবাদ দিচ্ছেন। অতএব যারা ঈমানের এ স্তরে পৌছেছে কোন হুমকি ধমকি তাদেরকে তাদের সৎ উদ্দেশ্য থেকে হটাতে পারবে না।

চরম জুলুম নির্যাতনও তাদেরকে তাদের ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে বাঁধা হতে পারবে না। হে আহমদীয়াতের শত্রুগণ! পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাসকারী হও, আহমদীদের উপর যত অত্যাচার করতে চাও কর, (আহমদীদের উপর) জুলুম-নির্যাতন বৈধ করতে চাও কর, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। সব স্থানের আহমদীদের কাছ থেকে তোমরা এ জবাবই শুনতে পাবে 'ফাকযে মা আনতা কাযিন' অর্থাৎ তোমার যা পার কর, আমাদেরকে আমাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ তাআলা।

ইন্দোনেশিয়ার আহমদীরাও শত্রুদের এ জবাবই দিয়েছে। শুরুতে বিভিন্ন সময়ে তাদের হুমকি দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু ঈমানী শক্তিতে ভরপুর এসব লোকেরা এসব হুমকির বিন্দু মাত্র পরোয়া করেনি। যেখানে এ ঘটনা ঘটেছে সেটি একটি ছোট জামা'ত। নারী ও শিশু সহ সর্বমোট ত্রিশ জনের জামা'ত, শুধু সাতটি পরিবার । কিন্তু তারা শত্রুদের এ কথার সামনে নতজানু হয়নি যে জামা'ত থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা দাও এবং এসব নামধারী মোল্লাদের পিছনে চল।

সেখানে মোল্লা বা তাদের শিষ্যদের সবচেয়ে বড় দাবী ছিল, তোমাদের মোয়াল্লেমকে এখান থেকে বের কর। অথচ সেই মোয়াল্লেম বহিরাগত কেউ ছিল না, বরং ঐ এলাকারই অধিবাসী ছিল। যাইহোক, বিরোধীতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল তখন নিকটবর্তী জামা'তসমূহের বিশ জন খোদ্দাম বিভিন্ন সময়ে ডিউটি দেয়ার জন্য সেখানে আসত। তারা সেখানকার মিশন হাউসে এসে বসত যাতে বিরোধীরা মিশন হাউস দখল করতে না পারে। কেননা তারা (বিরোধীরা) পুলিশের প্রশ্রয় ও সহযোগীতা পায়। আমাদের সাথে সর্বদা এমন আচরনই হয়ে থাকে। প্রশাসনের বা লোকদের কারণে যখন আমরা আমাদের কোন ঘর বা মিশন হাউস বা মসজিদ খালি করে দিয়েছি তখনই প্রশাসন সেখানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে নতুবা প্রশাসন লোকদের তা দখল করতে দিয়ে দিয়েছে। আর বিরোধীরা দখল করে নিলে প্রশাসন তাদের সেখান থেকে বের করে তা খালি করে দেয় না।

গত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এজন্য এসব অভিজ্ঞতার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, যত বাধা বিঘ্নই আসুক কোন অবস্থাতেই আমরা আমাদের কোন জায়গা খালি করব না। মিশন হাউসের ভেতরে আমাদের লোকেরা বসে ছিল। এ যালেমরা ভেতরে ঢুকে কাঁচি, কাঠ খন্ড, চাকু, লাঠি প্রভৃতি দ্বারা আমাদের লোকদের উপর হামলা চালিয়ে আহত করে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে নিয়ে আসে। অথচ পুলিশ বাইরে দাঁড়িয়ে এসব কিছু দেখছিল। তারা তিন জন আহমদীকে শহীদ করে এবং পাঁচ জনকে আহত করে।

জামা'তের সবাই এ সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামা'তের সদস্যদের ঈমান পূর্বের ন্যায় দৃঢ়ই আছে, বরং অধিক দৃঢ় আছে। চূড়ান্ত বর্বরতার সাথে এসব

করা হয়েছে। অজ্ঞ যুগের কাফেরদের ন্যায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। এটি খুবই দুঃখজনক যে এসব নামধারী যালেম মুসলমানরা পূর্বের ন্যায় সেই রাহমাতুল্লিল আলামীনের (সা.) নামেই এসব ঘটিয়েছে যিনি রহমত বন্টন করতে এসেছিলেন।

যে মহান নবী যুদ্ধের সময়ও কিছু নীতি নির্ধারণ করেছিলেন এবং সেগুলো পালনের শক্ত আদেশ দিয়েছিলেন। যিনি যুদ্ধপরাধী নিহত শত্রুদের সম্পর্কেও এ আদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের মুসলা (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে লাশ বিকৃত) করবে না, অথচ এটি আরবের প্রচলিত রীতি ছিল। কেননা কোন ভাবেই লাশের অসম্মান করা সমীচিন নয়। ধর্মের কথা থাক, এটি মানবিক মূল্যবোধেরও পরিপন্থী। কিন্তু আমাদের আহমদীদের উপর হামলাকারী যালেমরা এমন নৃসংশ ভাবে লাশের অবমাননা করে যে লাশগুলো চেনা যাচ্ছিল না। প্রথমে যে রিপোর্ট এসেছিল তাতে ভুলক্রমে অন্য লোকদের নাম এসেছিল। এরপর পুণরায় পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় এরা অন্য লোক। তাদের আত্মীয় স্বজনরা এসে বিভিন্ন চিহ্নাবলী দেখে তাদের লাশ সনাক্ত করে।

এরা লাশের অবমাননা করায় কাফেরদেরও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের প্রিয়জনদের শহীদ করা হয়েছে এবং তাদের লাশের যে অবমাননা করা হয়েছে, এতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং দুঃখভারাক্রান্ত। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে যুলুম তারা করেছে, তা হচ্ছে তারা এসব আমাদের প্রিয় ও মওলা এবং মানবতার পথপ্রদর্শক এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-এর নামে করেছে।

এমন নিষ্ঠুর ভাবে এটি করা হয়েছে যে দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোও এ সংবাদ পরিবেশন করেছে। দেশের ও দেশের বাইরের সংবাদ মাধ্যমগুলো এর ভিডিও চিত্র দেখাতে এজন্য অপারগতা দেখিয়েছে যে মানবতা বিবর্জিত এ দৃশ্য দেখানো সম্ভব নয়। আল জাযিরা চ্যানেল যেটি সাধারণত এ ধরনের সংবাদের ভিডিও চিত্র প্রচার করে থাকে, তারাও এ বর্বরতার কাছে হার মেনেছে। আল জাযিরা তাদের সংবাদে বলেছে, এটি খুব ভয়ানক ও মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল। পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিরোধীদের একটি মিছিল আহমদীদের ঘরে ঢুকে আক্রমণ চালায়।

এরপর তারা নির্মম হত্যাকান্ড শুরু করে এবং তিন ব্যাক্তিকে উলঙ্গ করে পাথর, লাঠি, চাকু ও বর্ষা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে। তারা বলে, এর যে ভিডিও ফুটেজ বানানো হয়েছে এবং যেসব ছবি তোলা হয়েছে তা সম্প্রচার করা সম্ভব নয়।

এশিয়ান মানবাধিকার সংস্থা বলেছে, আহমদীদের বিরুদ্ধে যে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ান ওলামা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় জনসাধারণ এটিকে বৈধ মনে করে। স্থানীয় জনসাধারণ বলতে হামলাকারীদের বোঝানো হয়েছে। এ হচ্ছে বর্তমানের আলেমগনের অবস্থা যারা ইসলামের নামে হাজার বছর পূর্বের অজ্ঞতা ও যুলুম-নির্যাতন মূলক কাজ করার জন্য মুসলমানদের উস্কানি দিচ্ছে। 'দি ইকোনোমিষ্ট' নামে একটি পত্রিকা লিখেছে, মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিরোধের কারনে এ জুলুম হয়নি, বরং মুসলমান নামধারীরা মুসলমানদের সাথে এ আচরণ করেছে।

এ বর্বর কর্মকান্ডের চিত্র যদি কারো দেখার শক্তি থাকে তবে দেখতে পারে, এ নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড ও পাশবিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির যা বর্তমান যুগের শিক্ষিত ও সভ্য দুনিয়া থেকে বহু দূরের। আরো লিখেছে, এ ঘটনাটি অন্যান্য শহরবাসীদেরও হতভম্ব করেছে। আমাদের অনেক আহমদীরাও এর ভিডিও চিত্র দেখেছে, যারাই দেখেছে তারা আমাকে লিখেছে, আমরা এক আধ মিনিটের বেশী এটি সহ্য করতে পারিনি।

এক মহিলা লিখেছে, আমি বাচ্চাদের কাছ থেকে লুকিয়ে এটি দেখার পর কাঁদতে শুরু করেছি, বাচ্চারা অবাক হচ্ছিল যে কেন আমি কাঁদছি? আমাদের মা কেন কাঁদছে? অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার অধিবাসী একজন আহমদী আমার নিকট এসেছেন এবং এ ঘটনা উল্লেখ করতেই হু হু করে কাঁদতে থাকেন। এমন ভয়ানক দৃশ্য যে কোন ব্যক্তি সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু তারা তাদের বাচ্চাদের হৃদয়ও এত কঠিন করে ফেলেছে যে তারা সেখানে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে তালি বাজাচ্ছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ফাইনান্সিয়াল টাইমস্ এরা সবাই প্রায় এধরনের সংবাদই লিখেছে।

তাদের সংবাদপত্র জাকার্তা পোষ্টে এক প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধে লিখেছে, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের উপর সাম্প্রতিক যে হামলা হয়েছে, তা যে কারনেই হয়ে থাকুক, এটি প্রকাশ করে যে আমাদের সমাজে সংখ্যালঘু দলগুলোর জন্য কোন সভ্যযুগীয় আবেগানুভূতি ও সহনশীলতা নেই। অথচ এ আহমদীরা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী দলগুলো দেশ গঠনে সমান ভাবে অংশীদার। ইন্দোনেশিয়া গঠনে সমান অংশীদার। আরো লিখেছেন, এ দুঃখজনক ঘটনা ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে চিরকালের জন্য অমোচনীয় অংশ হয়ে গেল। আরো লিখেছে, যারা বলে আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা অনৈসলামিক, এজন্য তাদের বাঁচার অধিকার নেই, এরা সবাই পথভ্রষ্ট বা তাদের পথভ্রষ্ট করা হয়েছে। আরো লিখেছে, বিংশ শতাব্দীর নতুন চিন্তাধারা এবং আধুনিক ধারনা বিজ্ঞ আহমদীরাই ইন্দোনেশিয়াকে দিয়েছে। আমাদের নেতৃবৃন্দ আহমদীয়া জামা'তের পন্ডিতদের কুরআনের অনুবাদ পাঠ করেন, যাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সুকার্নও অন্তর্ভূক্ত। কুরআনের এ অনুবাদ তারা সহজে বুঝেছেন এবং এটি পাঠ করে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতঃপর লিখেছে, নিঃসন্দেহে আমরা এ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আহমদীয়া জামা'ত এ দেশের অমূল্য সেবা প্রদান করেছে। এই হচ্ছে এ প্রবন্ধের সারাংশ যা আমি বর্ননা করলাম। ইয়োগো জাকার্তার ইসলামী ইউনিভার্সিটির একজন প্রভাষক এটি লিখেছেন। জাকার্তা পোষ্ট, জাকার্তা গ্লোব প্রভৃতি পত্রিকা এ ঘটনা সম্পর্কে এ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং খুব দৃঢ় ভাবে এ কর্মকান্ডের নিন্দা জানিয়েছে এবং প্রসাশনের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। সেখানকার সংবাদ মাধ্যম ও শিক্ষিত সুশীল সমাজের মধ্যে কমপক্ষে এ সাহস আছে যে তারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে।

অন্তত এমন কিছু লোক সেখানে আছে যাদের কাছ থেকে জাতির মঙ্গলের আশা করা যেতে পারে। হায়! পাকিস্তানের শিক্ষিত সুশীল সমাজ এবং সংবাদ মাধ্যমগুলোর মধ্যেও যেন এ সাহস সৃষ্টি হয়।

আহমদীয়া জামা'তের বিরোধীতা

ইন্দোনেশিয়াতে নতুন নয়। চিরকাল ঐশী জামা'তের সাথে শয়তানী শক্তির যে আচরণ চলে আসছে, শয়তান যে আচরণ করে আসছে, অনুরুপভাবে কোন না কোন ভাবে আহমদীয়া জামা'তেরও বিরোধীতা হয়ে চলেছে, বিশেষ ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে। ইন্দোনেশিয়াতে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এ বিরোধীতা হচ্ছে।

সর্বদাই মোল্লারা লোকদের সৎ পথ থেকে বিভ্রান্ত করছে। ইন্দোনেশিয়াতে তারা সব সময়ই জামা'তের বিরোধীতা করেছে। মোল্লাদের কাজই এটি, সে যে দেশের মোল্লাই হোক, তারা সত্য মানবে না। কেননা এতে তাদের স্বার্থ জড়িত। তারা মনে করে সত্য মেনে নিলে তাদের আয় উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা শেষ হয়ে যাবে। তাদের জ্ঞানের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে যাবে।

আজ আমি ইন্দোনেশিয়া জামা'তের সূচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাদের উপর নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত বিবরন তুলে ধরব। এরপর শহীদদের সম্পর্কে বলব। ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের পুনর্জাগরনের সূচনা এবং আহমদীয়াত বিস্তার ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী আশ্চর্য্যজনক ভাবে হয়েছে। এ দেশের জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয় যে সেখানের চার জন ব্যাক্তি নিজেরাই আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্র কাদিয়ানে গিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

কোন মোবাল্লেগ গিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেনি, বরং চার ব্যাক্তি নিজেই কাদিয়ান এসেছে। তারা আহমদীয়াত গ্রহণের লক্ষ্যে কাদিয়ান আসে নি। বরং (বিভিন্ন স্থান) ঘুরতে ঘুরতে এসেছে। এর বিবরণ এরূপ, ১৯২৩ সনে সুমাত্রার চার যুবক মোহতরম আবু বকর আইয়্যুব সাহেব, মৌলভী আহমদ নুরুদ্দীন সাহেব, মৌলভী যেয়নী যাহলান সাহেব এবং হাজী মাহমুদ সাহেব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সুমাত্রা থেকে হিন্দুস্তান আসেন।

খোদার ইচ্ছায় কোলকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং লাহোর ভ্রমণের পর তারা কাদিয়ান আসেন। এ চারজন যুবক আগষ্ট ১৯২৩ এ কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন জানান, আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করুন। হুযূর (রা.) তাদের আবেদন মঞ্জুর করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্জনের সময়ই তারা আহমদীয়াতের সত্যতা বুঝতে পেরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এরপর কাদিয়ানে বয়আত গ্রহণকারী ইন্দোনেশিয়ান যুবকগণ বয়আতের পর শিঘ্র আহমদীয়াতের আলো দ্বারা তাদের দেশ আলোকিত করার চেষ্টা করেন। কাদিয়ানে বসে বসেই তারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের তবলিগী চিঠিপত্র লেখা শুরু করে দেয়। এভাবে ইন্দোনেশিয়াতে তবলীগের পথ সহজ হতে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ইউরোপ সফর করে যখন ফেরত আসেন তখন হুযূরের সম্মানে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ আমন্ত্রনে ইন্দোনেশিয়ার ঐ যুবক ছাত্রগণ হুযূরের কাছে আবেদন জানান, হুযূর! পূর্বের দ্বীপসমূহের প্রতিও একটু দৃষ্টি দিন। তখন হুযূর প্রতিশ্রুতি দেন, ইনশাআল্লাহ আমি নিজে যাব অথবা আমার কোন প্রতিনিধি আপনাদের দেশে যাবে।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এ কাজের জন্য হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেবকে নির্বাচন করেন এবং তাকে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি সমুদ্র পথে সফর করে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এ দেশে পৌঁছেন এবং সর্ব প্রথম সুমাত্রায় আচিয়া অঞ্চলের একটি ছোট জনপদ তাপাতুআনে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানকার সমাজ ও রীতি নীতি ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ভাষাও ছিল ভিন্ন, লোকজনও ছিল ভিন্ন, কেউ তার পরিচিতও ছিল না।

কিন্তু প্রারম্ভিক পর্যায়ের এসব সমস্যাবলী হযরত মৌলভী সাহেবের উদ্দিপনা ও সংকল্পে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারল না। সে দেশের ভাষা শেখার সাথে সাথে তিনি ব্যাক্তিগতভাবেও তবলীগ আরম্ভ করলেন। এরপর মৌলভীদের সাথে আলোচনা ও বিতর্কও শুরু হল।

হযরত মৌলভী সাহেবকে আল্লাহ্ তাআলা নিজ সাহায্য সহায়তা দ্বারাও ভূষিত করেছেন। কয়েক মাসেই খোদা তাআলার ফযলে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে আটজন ব্যাক্তি বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে আরো অনেক বয়আত হতে থাকে। এটির বিবরণ খুব দীর্ঘ। শুরুতে হযরত মৌলভী সাহেবকে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ভাষা ভিন্ন হবার সমস্যা ছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভিন্ন ছিল।

রীতি নীতি, চাল চলন সবই ছিল ভিন্ন। এরপর বিরোধীতাও শুরু হয়ে গেল। যাই হোক, যেভাবে আমি বর্ননা করে এসেছি, মৌলভী সাহেব এসব বাঁধা জয় করেন। মৌলভীরা সেখানে ফতোয়া দিল, আহমদীদের বই পুস্তক এবং প্রবন্ধ সমূহ পড়া যাবে না এবং তাদের বক্তৃতা শোনা যাবে না। স্থানীয় আহমদীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সেখানের লোকেরা স্থানীয় আহমদীদের বয়কট (এক ঘরে) করতে শুরু করে। এমনকি সংবাদ পত্রগুলোও কোন সংবাদ প্রকাশ করতে চাইতো না। (আহমদীদের বিষয়ে) কেউ কোন প্রবন্ধ ছাপাতে রাজী হতো না। বিরোধীতা এত বেশী বেড়ে যায় যে মৌলভী সাহেবের বাড়ীর সামনে তিন সহস্রাধিক লোক একত্রে দাড়িয়ে চিৎকার ও হৈ হুল্লোড় করত এবং হৃদয় বিদারক বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান লাগাত এবং গালমন্দ করত।

এরপর হাজী মাহমুদ সাহেবও সেখানে এসে পড়লেন। মৌলভীরা জোড়পূর্বক তার কাছ থেকে এ বিবৃতি লিখিয়ে নিল যে আমি আহমদীয়াত ত্যাগ করছি এবং তারা এবিষয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করল এবং ভীষন হৈচৈ শুরু হল। এরপর আরো তীব্র ভাবে মৌলভী সাহেবের বিরোধীতা আরম্ভ হল। কিন্তু পরবর্তীতে হাজী মাহমুদ সাহেব ধাতস্থ হন এবং আলেমদের কৌশল থেকে নিরাপদ থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে রক্ষা করেন।

আলেমরা যখন জানতে পারল যে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যার্থ হয়েছে, তখন তারা ঐক্যবদ্ধভাবে হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেবকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা আরম্ভ করে এবং এজন্য তারা সরকারের লোকজন এবং প্রতিনিধিদের কাছেও যায়। কিন্তু প্রশাসন তাদের বলে দেয় ধর্মীয় বিষয়ে

আমরা হস্তক্ষেপ করব না। যাই হোক, বিরোধীতা চলতেই থাকে। ডিসেম্বর, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পাডাঙ্গ অঞ্চলে অআহমদী আলেমদের সাথে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় যাতে বড় বড় ওলামা মাশায়েখগণ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে চিরন্তন নিয়মে আহমদীয়া জামা'তের মোবাল্লেগ বিজয় লাভ করেন এবং বিরোধী আলেমগণকে পরাজয় বরন করতে হয়। এর ফলে আহমদীয়াত প্রচারের পথ সহজ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ডুকু অঞ্চলে তৃতীয় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেব কাদিয়ান ফেরত আসেন। এরপর ১৯৩০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) পুণরায় তাকে সুমাত্রায় যেতে বলেন। হযরত মৌলভী সাহেব হুযূরের কাছে তার সহযোগী হিসেবে আরো একজন মুবাল্লেগ পাঠানোর জন্য আবেদন জানান। হুযূর সেই আবেদন গ্রহণ করে মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাদেক সাহেবকে তার সাথে ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার জন্য বলেন। এরপর তারা দু'জন ইন্দোনেশিয়া যান।

(তা'রীখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৫৩৯)

আহমদীয়াত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ইন্দোনেশিয়াতে বিরোধীতাও বাড়তে থাকে। প্রথমে তিনটি জামা'তকে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। তাপুক তুআন জামা'তের উপর সেখানকার রাজার পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসে। সেখানের আহমদীদের নিয়মিত নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। (সেখানের স্থানীয় রাজা এ বিধি-নিষেধ আরোপ করে)।

জুমুআর নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং সাধারন প্রচার নিষেধ করা হয়। তাদের উপর এসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। 'লহুসুকন' জামা'তের উপরও সেখানের রাজা ভয়ানক নির্যাতন শুরু করে। সে আহমদীদেরকে বলে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বল, নয়তো তোমাদের সবাইকে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে। একজন আহমদী মোকাররম গ্রো আলী সাহেবকে তার চাকুরী থেকে বহিস্কার করা হয়। তনকু আব্দুল জলীল এবং তার ছোট ভাইকে আহমদী হবার কারনে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়। মৌলভী আবু বকর আইয়্যুব সাহেবও ইতোমধ্যে পড়াশুনা শেষ করে সেখানে চলে এসেছিলেন। তিনি ফারান অঞ্চলে প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন, তখন তার প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। একদিন রাত বারটার পর শহরের এক পুলিশ কর্মকর্তা সেখানের রাজার আদেশে পুলিশ বাহিনী নিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে আসে।

পুলিশ কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত সবার নাম নোট করে নেয় এবং বলে আপনি এবং আপনার সাথী সকালে জেলা প্রধান সাহেবের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন। সকালে মৌলভী সাহেব ও তার সাথীরা যখন উল্লেখিত কার্যালয়ে পৌঁছেন তখন তাকে ক্রমাগত প্রশ্নবানে বিদ্ধ করা হয়।

জেলা প্রধান সাহেব প্রশ্ন করে তাকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় মৌলভী সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সব প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। সেখানে কর্তব্যরত চীফ জাষ্টিস অফিসারের উপর এর সুপ্রভাব পড়ে। তখন তার বিচারক সুলভ চেহারা দূর হতে থাকে এবং তিনি আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে আধ ঘন্টা যাবৎ আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে থাকেন। পরে খুব সম্মানের সাথে তাদের সবাইকে মুক্তি দেন।

পূর্বে যেভাবে বলেছি, ইন্দোনেশিয়ান প্রাবন্ধিক ইন্দোনেশিয়া গঠনে জামাতে আহমদীয়ার অবদানের কথা বলেছিল। এখন এর সংক্ষিপ্ত বর্ননা দিচ্ছি। সেখানে কিভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রারম্ভে যেসব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে তা পূর্বে বর্ননা করেছি। এখানে সব সময়ই বিরোধীতা হয়েছে। যাই হোক, সে দেশের জন্য জামা'ত কি অবদান রেখেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ননা দিচ্ছি। এ উপমহাদেশে পাক-ভারত থেকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার পক্ষে উঁচু আওয়াজ তোলেন এবং অন্য মুসলমানদেরও ঘোষণা দিয়ে বলেন তারা যেন ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য জোরালো ভাবে সাহায্য করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ ইং সনে এক জুমুআর খুতবায় এটি ঘোষণা করেন। হুযূরের এ ঘোষণার পর কাদিয়ানের কেন্দ্রীয় প্রেস ছাড়াও সমগ্র পৃথিবীর আহমদী মিশন সমূহেও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো আওয়াজ তুলতে বলা হয়। অবশেষে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করল।

এর বিবরণ পেশ করছি। জাপানী সরকারের বিলুপ্তির পর ডাক্তার সুকর্ন ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৫ইং সনে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ডাচ সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। আহমদী মোবাল্লেগ এবং অন্যান্য আহমদীরা তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীনতার ডাকে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন। অহমদী মোবাল্লেগ এবং জামা'তের সদস্যগণ রিপাবলিকান সরকারের সাথে মিলে কাজ করে।

সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেব (তিনিও মোবাল্লেগ ছিলেন) 'যোগ জাকার্তা' পৌঁছে ডাক্তার সুকর্নর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার কাছে আবেদন জানান যে আমি এ স্বাধীনতার ডাকে অংশ নিয়ে এ দেশের সেবা করতে চাই। অন্যান্য কাজ ছাড়াও রেডিওতে উর্দু ভাষায় সংবাদ প্রচারের দায়িত্ব সুকর্ন তার উপর ন্যাস্ত করেন।

তিনি ছাড়াও মোকাররম মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এবং মুকাররম মালেক আযীয আহমদ খান সাহেবও প্রায় দু-তিন মাস রেডিওতে সম্প্রচারের কাজ করেন। সৈয়দ শাহ সাহেব এত উৎসাহ উদ্দিপনার সাথে এ স্বাধীনতার ডাকে অংশগ্রহণ করেন যে ইন্দোনেশিয়ার এক প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন,"আমরা সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেবকে হিন্দুস্তানী নয়, বরং আমাদের স্বজাতিরই একজন মনে করি।"

শাহ মোহাম্মদ সাহেবের অবদানের এভাবে স্বিকৃতি দেয়া হয়েছে যে, সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেব ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ডাকে যে অবদান রাখেন এবং যে সেবা প্রদান করেন, সে প্রেক্ষিতে ৩রা আগষ্ট ১৯৫৭ইং সনে ইন্দোনেশিয়া চিঠির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা সনদ প্রদান করে। এ সনদ তথ্য মন্ত্রনালয়ের জেনারেল সেক্রেটারীর মাধ্যমে দেয়া হয়।

এতে ঘোষণা করা হয়, জাকার্তার স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম মিশন প্রধান সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেব, ইন্দোনেশিয়ান জাতি এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে সেবা এবং অবদান রেখেছেন সেজন্য আমরা একান্ত ভাবে তার প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ করছি।

তথ্য মন্ত্রনালয়ের অধীনে পাবলিসিটি বিভাগের কর্মকর্তা রূপে তিনি সর্বদা তার বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য গুণাবলীর মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় ও পূর্ণ আস্থার সাথে এ বিষয়ে আন্তঃর্জাতিক জনমত গঠন করেছেন যে গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার (স্বাধীনতা) সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ডাচ সরকার যখন যোগ জাকার্তার রাষ্ট্রীয় কার্যালয় ইন্দোনেশিয়াতে আক্রমণ চালিয়ে দখল করে, সে সময়ও তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ সহযোগীতা জারী রাখেন।

জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাকার্তা থেকে যখন ডাচ সেনাদের অপসারণ করা হয় এবং জাকার্তায় নতুন সরকার গঠন হয়, তখনও তিনি সেই কমিটির সদস্য ছিলেন যা নতুন ভাবে গনতান্ত্রিক ইন্দোনেশিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য বানানো হয়েছিল। (এরপর এ উদ্ধৃতিতেই লিখেছে) প্রেসিডেন্ট সুকার্ন ডাচ সরকারের নজরবন্দীর পর যখন যোগ জাকার্তা আসেন তখন তিনি সে কমিটিরও সদস্য ছিলেন যারা প্রেসিডেন্ট সুকার্নকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

ডাচ সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা নেয়ার পর প্রেসিডেন্ট সুকার্ন যখন জাকার্তা আসেন তখন তিনিও সুকার্নর সহযাত্রী কাফেলায় ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ভিনদেশী ছিলেন। যখন সরকারের দপ্তরসমূহ যোগ জাকার্তায় গঠিত হয় তখন তিনি রেডিও রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়ার সম্প্রচার বিভাগের সাথে যুক্ত হয়ে উর্দু অনুষ্ঠানে খুব ভালভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পরবর্তীতে আহমদীয়া মুসলিম মিশন ইন্দোনেশিয়ার ইনচার্য রূপে দায়িত্ব পালন করেন।

আমি পূর্বেই বলেছি, ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট আহমদীদের কুরআন পড়েছেন। তিনি তার এক পুস্তক ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় যার নাম 'ডি বাওয়া বেন্ডেরা রেভুলুসি'তে লিখেছেন,'যদিও আমি কিছু বিষয়ে আহমদীয়াতের সাথে একমত নই বরং অস্বীকার করি, তবুও এর শিক্ষা ও কল্যান সমূহের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের কাছ থেকে যেসব লিখিত রচনাবলী আমি পেয়েছি সেগুলো বিবেক সম্মত, যুগোপযোগী ও উন্মুক্ত চিন্তাধারা সৃষ্টিকারী।' (পৃ-৩৪৬)

সুতরাং তাদের কুরবানী শুধু মৌখিক এবং পরামর্শ দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ১৯৪৬ ইং সনে স্বাধীনতার ঘোষনার পর কিছু আহমদী সদস্য প্রান বিসর্জন দিয়ে শহীদদের কাতারে অন্তর্ভূক্ত হন। তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের মোকাররম রাডীন মুহিউদ্দীন সাহেব যিনি ইন্দোনেশিয়া জামা'তের সদর এবং ইন্দোনেশিয়া কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ার প্রথম স্বাধীনতা উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। ডাচ সেনারা তাকে অপহরণ করে এবং পরে শহীদ করে।

সুতরাং দেশের স্বাধীনতা অর্জনে আহমদীদের রক্তও ঝড়েছে। এতো গেলো ইন্দোনেশিয়ায় দেশের জন্য আহমদীয়া জামা'তের কুরবানী এবং তাদের কর্মকান্ড ও সেবার বিবরণ। কিন্তু সাথে সাথে উলামা ও চরমপন্থী দলগুলো তাদের অত্যাচার ও জুলুম নীপিড়ন জারী রাখে। এখন আমি ইন্দোনেশিয়ার কয়েকজন পুরাতন শহীদের বিবরণ পেশ করব। ১৯৪৭ সনে নিম্নবর্ণিত সাত জন আহমদীকে শহীদ করা হয়।

মোকাররম জাভেদ সাহেব, মোকাররম সুরা সাহেব, মোকাররম সায়েরী সাহেব, মোকাররম হাজী হাসান সাহেব, মোকাররম রাডীন সালেহ সাহেব, মোকাররম দাহলান সাহেব। এ ছয় জন আহমদী সাঙ্গাপারনা ওয়েষ্ট জাভা গ্রামে শাহাদত বরন করেন। ওহাবী মুভমেন্টের দারুল ইসলাম নামের একটি দল লাঠি এবং পাথর দ্বারা এ আহমদীদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়।

তাদেরকে তাদের পরিবারের চোখের সামনেই তাদের ঘরের মধ্যে নির্মম ভাবে আঘাত করতে করতে টেনে হিচড়ে গ্রামের বাইরে নিয়ে যায় এবং মারতে মারতে শহীদ করে। আক্রমণের পূর্বে দারুল ইসলাম গ্রুপ তাদেরকে আহমদীয়াত ত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা সবাই আহমদীয়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং ধৈর্য্য ধারন করেন।

আহমদীদের সাথে সেখানে যে নির্দয় আচরণ হচ্ছে তা অনেক পুরনো। এর দু'বছর পর ১৯৪৯ সনে নিম্ন বর্ণিত আহমদী বন্ধুগণ শাহাদতের স্বাদ লাভ করেন। মোকাররম সানুসী সাহেব, মোকাররম উমু সাহেব, মোকাররম তাহইয়ান সাহেব, মোকাররম সাহরুমী সাহেব, মোকাররম সোমা সাহেব, মোকাররম জুমলী সাহেব, মোকাররম সারমান সাহেব, মোকাররম উসুন সাহেব। মোকাররমা ইডট সাহেবা এবং মোকাররমা উনিয়াহ সাহেবা এ দুজন মহিলাও শাহাদতের পুরস্কার লাভ করেন।

এ আহমদীগণ সাঙ্গাপারনা ওয়েষ্ট জাও এর SANGIANG LABONG গ্রামে শাহাদত বরন করেন। এদেরও ওহাবী মুভমেন্টের দারুল ইসলাম গ্রুপ লাঠি, পাথর ও ইট দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে শহীদ করে। এদেরও টেনে হিচড়ে গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নির্দয় ভাবে মারতে মারতে শহীদ করা হয়। এদেরও জোরপূর্বক আহমদীয়াত ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু তারা সবাই (আহমদীয়াত ত্যাগ করতে) অস্বীকার করে এবং ধৈর্যধারন করে ও অবিচল থাকে।

এরপর ২০০১ সালে আহমদীয়া জামা'তের তীব্র বিরোধীতা শুরু হয়। মোকাররম পাপুক হাসান সাহেবকে ২২শে জুন ২০০১ সালে শহীদ করা হয়। পশ্চিম লাম্বুকের একটি গ্রাম 'লালওয়া' জামাতে প্রায় একশ আহমদীয়া বিরোধী আক্রমণ চালায়। বিরোধীরা জামা'তের মসজিদ ধ্বংশ করতে চাচ্ছিল। পাপুক হাসান সাহেব আহমদীদের সাথে নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের সামনে বুক পেতে দাড়ান এবং গুরুতর আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পরে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতাল নেয়া হয়। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারনে পথেই তিনি শাহাদত বরন করেন। শাহাদতের সময় তার বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর।

২০০২ সালে সরকারী আমলারাও বিরোধীদের সাথে হাত মেলায়। এসব যালেমরা বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে। 'মানিস্‌লর' অঞ্চলে বিরোধীরা আহমদীদের মসজিদ ও বাড়ী ঘরে পাথর বর্ষন করে। দুটি মসজিদ ও বিয়াল্লিশটি আহমদী ঘরের কাঁচ প্রভৃতি ভাংচুর করে। স্থানীয় সরকার মানিস্‌লর জামা'তের কার্যক্রম বন্ধ

করার জন্য নির্দেশ জারী করে যে আহমদীগণ তাদের মসজিদ ব্যবহার করতে পারবে না। ১৫ই জুলাই ২০০৫ সনে ইন্দোনেশিয়া জামা'তের কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং কেন্দ্রে বিরোধী দলের শত শত লোক আক্রমণ চালায় এবং জামা'তী বিল্ডিং সমূহ এবং সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে। কিছু কিছু স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। সমগ্র কেন্দ্র, মসজিদ ও মিশন হাউস সমূহ, জেলা ব্যবস্থাপনার অফিস সমূহ এবং অন্যান্য বিল্ডিং সমূহ সরকার সীল করে দেয়। এ সরকারও এখন তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৫সনে পাঁচশ বিরোধী সিয়ানজুর রিজিওনের পাঁচটি জামাতে আক্রমন চালায়। পাঁচটি জামা'তের মসজিদেই ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি করা হয়। দরজা, জানালা, কাঁচ প্রভৃতি ভাংচুর করা হয়। মিশন হাউস সমূহেরও ক্ষতি সাধন করা হয় এবং জিনিষপত্র লুটপাট করা হয়। অনেক জিনিষপত্র জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ছিয়াশিটি ঘরের ক্ষয়-ক্ষতি ও ভাংচুর করা হয়। কিছু ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। জিনিষপত্র লুট করা হয়। কিছু স্থানে আহমদীয়া বিদ্যালয়েরও ক্ষতি সাধন করা হয়। এসব জামা'তের আহমদীদের গাড়ী ও মোটর সাইকেলসমূহও পুড়িয়ে দেয়া হয়।

১৯শে অক্টোবর রাত নয়টার সময় শতাধিক বিরোধী 'কিটাপাঙ' জামাতে হামলা চালায়। তিনটি আহমদী ঘরের ক্ষয়-ক্ষতি করে। দু'জন আহমদী বন্ধু আহত হন। এ জামা'তের সদস্যরা এর পূর্বে 'পাঙ্কুর' এবং 'সিলঙ' অঞ্চলে বসবাস করত। সেখানে ২০০২ সালে বিরোধীরা হামলা চালিয়ে তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তাদের ঘর বাড়ী ও মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর তারা সেখান থেকে হিজরত করে 'কিটাপাঙ' অঞ্চলে চলে আসে। অক্টোবর ২০০৫ সনে এখানেও বিরোধীরা হামলা চালায়। কিন্তু সব স্থানেই তারা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এবং ঈমানে অটল থাকে।

ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ এ পশ্চিম লম্বুক দ্বীপের 'কিটাপাঙ' জামা'তের উপর হামলা হয়, তেইশটি ঘর ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়, ছয়টি ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। জামা'তের সদস্যদের দোকানপাটের ক্ষয়-ক্ষতি করা হয়। তাদের গৃহস্থালির জিনিষপত্র লুট করা হয়। জামা'তের ১২৯ জন সদস্য ঘর-বাড়ী হারায় এবং তাদের এ অঞ্চল ত্যাগ করতে হয়।

১০ই নভেম্বর, ২০০৭ 'পাঙ্গাওবান' গ্রামে স্থানীয় মৌলভীর নেতৃত্বে মাদ্রাসার ছাত্ররা আমাদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে এবং ২৬ জন আহমদীকে সেখান থেকে অন্য এলাকায় চলে যেতে হয়।

সেপ্টেম্বর, ২০০৭ এ সিঙ্গাপারানার মসজিদে মাহমুদে বিরোধীদের পক্ষ থেকে তৃতীয় বার হামলা হয়। মসজিদের সব জানালা ভেঙ্গে ফেলা হয়। ছাদেরও ক্ষতি করা হয়। অফিসের জিনিষপত্র ও আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলা হয়।

১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৭ পাঁচ সহস্রাধিক বিরোধী 'মানিসলর' জামাতে আক্রমণ চালায়। ডিফেন্স ফ্রন্ট ও মজলিশে মুজাহিদিন ইন্দোনেশিয়ার সাথে এ বিরোধীদের সম্পর্ক ছিল। জামা'তের দুটি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্থ করে। ভাংচুর করা হয় এবং মসজিদের জিনিষপত্রের ক্ষয়-ক্ষতি করে। কুরআন করীমের বারটি কপি জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ নয়টি মসজিদ সিল করে দেয়। ঘর বাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ করা হয় এবং ভাংচুর চালানো হয়। তিন জন আহত হয়।

যাই হোক, এজন্য লোকদের সেখান থেকে বের হতে বাধ্য করা হয়। ওখানে বিভিন্ন স্থানে এখন পর্যন্ত এ অবস্থাই বিরাজমান। এই হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা, সেখানকার আহমদীদের সাথে এ আচরণ হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় ঈমানে দৃঢ়তা প্রদর্শন করে তারা ঈমানে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ধৈর্য, সাহস ও দোয়ার মাধ্যমে সব অনিষ্টের মোকাবেলা করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক যে কয়েকজনকে শহীদ করা হয়েছে তা গত কয়েক বছর থেকে সেখানে যে যুলুম নির্যাতন শুরু হয়েছে তারই ফল। কিন্তু এবার স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোও এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছে এবং বহিঃর্বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোও লিখেছে এবং এটি বেশ ফলাও করে প্রচার হয়েছে। যারা শহীদ হয়েছে এখন আমি তাদের যিকরে খায়ের করব।

এদের মধ্যে প্রথম শহীদ হচ্ছেন মোকাররম তোবাকুস চান্দ্রা মোবারক সাহেব। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। জামা'তের কেন্দ্রে থাকতেন। তিনি তার এক স্ত্রী রেখে গেছেন যিনি পাঁচ মাসের গর্ভবতী। বিয়ের আট বছর পর এটিই প্রথম সন্তান হবে। তার ইচ্ছা ছিল বাচ্চা ওয়াক্‌ফ করবেন। তিনি ওয়াকফে নও এর কাগজপত্রও তৈরী করেছিলেন এবং কেন্দ্রে প্রেরন করতে প্রস্তুত ছিলেন। ইনশাআল্লাহ (কাগজপত্র) কেন্দ্রে এসে যাবে এবং বাচ্চা ওয়াকফে নও এ অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

চান্দ্রা সাহেব জামা'তের সেক্রেটারী যেরাআত ছিলেন এবং জামা'তের কেন্দ্রে জামা'তের যে জমি ছিল তিনি সেটির দায়িত্বে ছিলেন। খুব নিষ্ঠাবান এবং জামা'তের খুব কর্মঠ কর্মী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন। তার পরিবারের সবাই খুব নিষ্ঠাবান আহমদী। ঘটনার এক দিন পূর্বে তার স্ত্রী তাকে বলেন, cikesik জামাতে (যেখানে হামলা হয়েছিল) যেওনা। আমি পাঁচ মাসের গর্ভবতী, আমার প্রতি এখন আপনার যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আমার প্রতি যত্নবান হোন অথবা জামা'তের প্রতি।

তিনি তখন বলেন, এখন জামা'তকে প্রাধান্য দিব। শুধু ড্রাইভার (চালক) হিসেবে সেখানে যাবেন এবং কর্তব্যরত খোদ্দামদের সেখানে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু তখনই সেখানে হামলা হয়। মরহুম তার কর্মকর্তাদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। সব নামায মসজিদে বাজামা'ত আদায় করতেন। স্ত্রীকেও এ ব্যাপারে উপদেশ দিতেন যে সময়মত নামায আদায় হওয়া দরকার। একজন সাহসী খাদেম ছিলেন।

তোবাকুস চান্দ্রা মুবারক সাহেব মিশন হাউসের ভেতরে ছিলেন এবং তিনি সব খোদ্দামদের সামনে ছিলেন। বিরোধীরা তার দেহে ছুড়ি দ্বারা অনেক আঘাত করে এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

এরপর বিরোধীরা তাকে ঝুলিয়ে আঘাত করতে থাকে। পরে নিচে নামিয়ে তার লাশে লাঠি ও পাথর দ্বারা আঘাত করতে থাকে এবং লাশের চেহারা বিকৃত করে। প্রথমে তার লাশ চেনা যায়নি। পরে চান্দ্রা সাহেবের ছোট ভাই এসে তার দেহের একটি চিহ্ন দেখে লাশ সনাক্ত করে যে এটি তার ভাই চান্দ্রা সাহেবের লাশ।

দ্বীতিয় শহীদ আহমদ ওয়রসুনো সাহেব। তিনি উত্তর জাকার্তার অধিবাসী ছিলেন। তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। ২০০২ সালে তিনি বয়আত করার সৌভাগ্য পান। স্ত্রী ছাড়াও তার চার সন্তান রেখে গেছেন। তিনি ২০০০ সালে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারেন, যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহ.) ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন।

এক আহমদী বন্ধু তাকে জামা'তী পুস্তক পড়তে দেয়। তিনি খুব আগ্রহের সাথে পড়েন এবং দু বছর যাচাই করার পর বয়আত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে তার স্ত্রীও বয়আত গ্রহণ করেন এবং খুব শিঘ্র আহমদীয়াতের সত্যতার উপর দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি তার পিতামাতার সাথে ভাল আচরণ করতেন না। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার পিতামাতা তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হন, কারন তার চরিত্র পাল্টে যায়।

পিতামাতাকে সম্মান করতে থাকেন ও তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে থাকেন। আধ্যাত্মিকতায়ও অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি বলতেন, আমি যখন তবলীগ করি তখন ঐশী সাহায্য অনুভব করি এবং খোদা তাআলা আমার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। ঘর ভারা আদায় এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য একদিন তার খুব টাকার প্রয়োজন পরল। তিনি খুব দোয়া করলেন। কিছুক্ষণ পর এক ব্যাক্তি আসল এবং তাকে কাজ করানোর জন্য নিয়ে গেল। এথেকে তিনি যে অর্থ পান তা থেকে তার প্রয়োজন মিটল। তার খুব ইচ্ছা ছিল জীবনে অন্যের উপকার করবেন। তিনি স্বপ্নে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.), হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.), হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রা.) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহ.) এর সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি কয়েকজনকে বয়াতও করান। তার তবলীগের খুব আগ্রহ ছিল। খুব সাহসী ছিলেন। (আহমদীয়াতে) পরে এসেও অনেকের চেয়ে এগিয়ে গেছেন।

তার শাহাদতের ঘটনা এরূপ : যখন আক্রমণ হয় ওয়ারসুনো সাহেব তখন মিশন হাউসের ভিতরে ছিলেন। বিরোধীরা তাকে ছুড়ি, কাচি এবং লাঠি দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে হত্যা করে। তার লাশ বাইরে বের করে আনা হয় এবং পুলিশ ও লোকজনের সম্মুখেই বিরোধীরা তার লাশে আঘাত করতে থাকে। পুলিশ দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। তার লাশও প্রথমে সনাক্ত করা যায়নি। এমনকি আরেকজন খাদেম ভুলক্রমে তাকে অন্য ব্যাক্তি মনে করে। কিন্তু পরে যখন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন বোঝা যায় তিনি ওয়ারসুনো সাহেব, অন্য খাদেম নন।

তৃতীয় শহীদ রুনি পসারানী সাহেব। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। ১১ই জানুয়ারী, ২০০৮ এ তিনি বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। বয়আতের কেবল দু'বছর হয়েছিল। তিনি উত্তর জাকার্তার অধিবাসী ছিলেন। আপনজনদের মধ্যে স্ত্রী এবং ৫ ও ৬ বছর বয়সের দু'টি সন্তান রেখে গেছেন। বয়আতের পূর্বে তিনি খুনি, ডাকাত ও জুয়ারী ছিলেন। ওয়ারসুনো সাহেবের (যিনি নিজেও শহীদ হয়েছেন) তবলীগে তিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারেন।

এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, পাগড়ী পরিহিত এক বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত করছেন। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি ওয়ারসুনো সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে তার ঘরে আসেন। দেয়ালে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছবি দেখে বলেন, আমি স্বপ্নে এ ব্যাক্তিকে দেখেছিলাম। এভাবে তিনি আহমদীয়াতের খুব সান্যিধ্যে চলে আসেন এবং জামা'তী বই পুস্তক পড়েন। এরপর ২০০৮ সালে রুনি সাহেব বয়আত করার সৌভাগ্য পান। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

তার স্ত্রী অবাক হয়ে যায় যে রুনি সাহেবের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তার কোন না কোন পূণ্য আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেছেন যেজন্য এত বড় পুরস্কার দিয়েছেন যে প্রথমে সব মন্দ কাজ ছেড়ে আহমদীয়াত গ্রহনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, এরপর শাহাদতের মর্যাদাও লাভ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তেন এবং নিয়মিত জামা'তী বইপত্র পড়তেন।

নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন। খুব সাহসী ছিলেন। আহমদী হবার পর যে দু'বছর পেয়েছেন তাতে অনেক তবলীগ করেছেন। তার তবলীগে কয়েকটি বয়আতও হয়েছে।

তার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় রয়েছে, তিনি বেশ কয়েকবার বলেছেন,'আমার শহীদ হয়ে মৃত্যু বরনের খুব ইচ্ছা হয়'। আল্লাহ্ তাআলা তার এ ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

মোকাররম রুনি পাসারানী সাহেবের শাহাদতও মোকাররম ওয়ারসুনো সাহেবের ন্যায়। বিরোধীরা তাকেও ছুরি, কাচি এবং লাঠি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে। তার লাশ বাইরে বের করে আনা হয় এবং বিকৃত করে অবমাননা করা হয়।

এরা ঐসব লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তারা চির জীবন লাভ করবে। এরা আহমদীয়াতের আকাশের উজ্জল নক্ষত্র। আল্লাহ্ তাআলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন এবং তাদের স্বজনদের ধৈর্য ও সাহস দান করুন এবং স্বয়ং তাদের হাফেয (সংরক্ষক) ও নাসের (সাহায্যকারী) হোন, ইন্দোনেশিয়া জামা'তের প্রত্যেক সদস্যকে ঈমানে পূর্বের চাইতে অধিক দৃঢ়তা দান করুন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে কাশফ (দিব্য দর্শন)-এর উল্লেখ করে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ-এর পদাঙ্ক অনুসরনকারী আরো কিছু লোকের মিলিত হবার কথা বলেছিলেন তাদের মধ্যে দূর-দূরান্তে বসবাসকারী এসব লোকেরাও অন্তর্ভূক্ত। তাদের মধ্যে অনেকেই আহমদীয়াতের খলীফাদের কোন একজনকেও দেখেন নি। কিন্তু তাদের ঈমানের দৃঢ়তা অতুলনীয়, খিলাফতের সাথে তাদের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক অনুসরনীয়।

পূর্বের কয়েকটি খুতবাতে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাশফের (দিব্যদর্শনের) কথা উল্লেখ করেছি, এখন পুণরায় এটি বলছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন কাশফটি এমন ছিল, কাশফী (দিব্যদর্শনের) অবস্থায় আমি দেখলাম আমাদের বাগান থেকে একটি উঁচু গাছের শাখা ... কাটা হল। আমি বল্লাম এ শাখাটি মাটিতে পুণরায় পুতে দাও যেন সেটি বৃদ্ধি পায় এবং বিস্তৃত হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি এটির এ তা'বীর (ব্যাখ্যা) করলাম যে খোদা তাআলা তার সমপর্যায়ের আরো

অনেককে সৃষ্টি করবেন'। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-২০, পৃ-৭৫,৭৬)

অর্থাৎ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ-এর সমপর্যায়ের অনেককে সৃষ্টি করবেন। সুতরাং এ শহীদগণতো তাদের উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত রেখে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আপন প্রভুর সমীপে উপস্থিত হয়েছে এবং কাদিয়ান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমানকারী হয়েছেন। এখন আমরা যারা পিছনে রয়ে গেছি আমাদেরও সর্বদা নিজেদের ঈমানী অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন।

প্রত্যেক শাহাদতের পর এ অঙ্গীকার করা প্রয়োজন যে আমরা এ অত্যাচারের কারনে ঈমান নষ্ট হতে তো দেবই না বরং ঈমানে আরো বৃদ্ধি পাওয়ার চেষ্টা করব। এমন ধরনের কোন আচরণ করব না যাতে আমাদের সম্মান ও ধৈর্যের উপর কথা উঠে, যে কারনে নিজ দেশের সাথে বিশ্বস্ততার উপর কোন কথা উঠে। আমি পূর্বে বলে এসেছি, ইন্দোনেশিয়া গঠনেও আহমদীয়া জামা'ত ভূমিকা রেখেছে।

আহমদীয়া জামা'তের প্রত্যেক সদস্য সে যে দেশেই থাকুক সে দেশের সাথে বিস্বস্ততা রক্ষাকারী হবে আর ইনশাআল্লাহ সর্বদা (বিশ্বস্ত) থাকবে। এটি হওয়া অত্যাবশ্যক। এটা বিশ্বস্ততার দাবী যে আমরা যেন এ দোয়াও করি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দেশকে অত্যাচারীদের কবল থেকে মুক্ত করুন এবং আমাদের উপর কখনো এমন শাসক নিযুক্ত না করুন যে রহম (দয়া) করতে যানে না। আমরা পার্থিব তদবীরের (কাজকর্ম) জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করি, কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেই না। আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে বিনত হই।

আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার চাইতে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে ঝুকতে আমরা বেশী ভরসা রাখি। আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করে তার সাহায্যের উপর আমরা বেশী ভরসা রাখি। তার করুনার উপর আমরা ভরসা রাখি। সর্বদার ন্যায় এখনও আমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে বিনত হব। সর্বদা এ দোয়া করতে থাকুন,'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাউমিল কাফিরীন'।

আল্লাহ্ তাআলা করুন আমাদের মধ্যে কারো দৃঢ় পদক্ষেপে কখনো যেন পদস্খলন না আসে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা বলতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, 'তিনি (সা.) সাহাবাদের (রা.) ধৈর্য্যের শিক্ষা দিয়েছেন। অবশেষে সব শত্রু ধ্বংশ হয়ে গেল। অচিরেই তোমরা সেই যুগ দেখতে পাবে যে এসব দুষ্ট লোক দৃষ্টিগোচর হবে না। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করেছেন এ পবিত্র জামা'তকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করবেন'।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা যদি চাইতেন তবে এসব লোকেরা কষ্ট দিত না এবং কষ্ট প্রদানকারীরা সৃষ্টি হত না। কিন্তু খোদা তাআলা এদের মাধ্যমে ধৈর্যের শিক্ষা দিতে চান'।

তিনি (আ.) আরো বলেন,'যে ব্যাক্তি কষ্ট দেয় তার শেষ পরিনতি এই হয় যে হয় সে তওবা করে, নতুবা ধ্বংশ হয়ে যায়'। (মলফুযাত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৪৩)

যারাই আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সংশোধিত হবে বা তওবা করবে, নয়তো ধ্বংশ হয়ে যাবে। সুতরাং নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব আহমদীর দায়িত্ব দোয়া ও ধৈর্যের সাথে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ধৈর্য ধারনের শক্তি দান করুন এবং দুষ্ট লোকদের বিনাশ করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলা যে অঙ্গীকার করেছেন, আমরা যেন তা পূর্ণ হতে দেখি।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর আশ্রয় প্রদান করুন এবং শত্রুদের শাস্তি দিন। বিরোধীদের সাথে আমাদের ব্যাক্তিগত কোন শত্রুতা নেই। আহমদীদের সাথে যে শত্রুতা ও বিরোধীতা হচ্ছে তা সবই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধীতার জন্যই হচ্ছে। এখন সর্বত্র এটি চরম সীমায় পৌঁছেছে।

আল্লাহ্ তাআলা শত্রুদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিন এবং আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে যাদের সংশোধন নির্ধারিত নেই শীঘ্র তাদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। যারা আহত হয়েছে তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা শীঘ্র তাদের সুস্থতা দান করুন। আহত তিনজন এখনো হাসপাতালে আছেন। এছাড়া দুজনকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে তারা এখন সুস্থ আছেন। ইন্দোনেশিয়ান আহমদীদেরও আমি বিশেষভাবে এটি বলতে চাই, সব আহমদীদের দোয়া আপনাদের সাথে আছে। আমার কাছে বিভিন্ন স্থান থেকে চিঠি আসছে যেগুলোতে আপনাদের জন্য উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন ওয়েব সাইট প্রভৃতিতে অত্যাচারের যে চিত্র দেখানো হয়েছে তা সব আহমদীকে দুঃখ ও যন্ত্রনায় কাতর করেছে। এজন্য তারা আপনাদের জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ্ তাআলা সব আহমদীকে আপন হেফাযতে রাখুন এবং ভবিষ্যতে সব অনিষ্ট থেকে আহমদীদের রক্ষা করুন। আর শত্রুদের পরিকল্পনা উল্টো তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিন।

আজ আমি এসব শহীদদের গায়েব জানাযার নামায পড়ব। এর সঙ্গে মর্দানেও গতকাল একটি ঘটনা ঘটেছে। পাঞ্জাব রেজিমেন্টে আত্মঘাতী হামলায় সেখানে প্রশিক্ষণরতদের মধ্যে কয়েকজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আমাদের একজন আহমদী যুবকও অন্তর্ভূক্ত যে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছিল। সে বেগোয়ালের অধিবাসী ছিল এবং প্রশিক্ষণরত ছিল। সম্ভবত পাসিং আউট প্যারেড বা অন্য কিছু ছিল । সেও এ ঘটনায় শহীদ হয়েছে। তাকেও এ জানাযায় অন্তর্ভূক্ত করে নিন। আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। সে আমাদের দু'জন জীবন উৎসর্গকারী মুবাল্লেগ মাহমুদ আহমদ মুনীর সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ এবং মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল মাত্র একুশ বছর। আল্লাহ্ তাআলা তার পিতামাতাকেও ধৈর্য, শক্তি ও সাহস দান করুন। (আমীন)

অনুবাদঃ **আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।